# বিশ শতকের কথাসাহিত্য চর্চা
## (১৯০০—১৯৪৭)

সম্পাদনা
ড. পীরুপদ মালিক

প্রজ্ঞাবিকাশ
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

Bis Sataker Kathasahitya Charcha (1900-1947)
*Edited by : Dr. Pirupada Malik*

প্রকাশক :
বিকাশ সাধুখাঁ
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ : ২০২০-২১

বর্ণ বিন্যাসে :
রূপম চক্রবর্তী, ইছাপুর

প্রচ্ছ :
বিকাশ ধর

মুদ্রক :
মা শীতলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩, শশীভূষণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

ISBN : 978-93-88857-45-1

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

# সূচিপত্র

- বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ব বাংলা গল্পের প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পকার ও তাঁদের গল্পের সাধারণ আলোচনা


বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যের বাস্তব বীক্ষণ ১৩
ড. বিনোদ সরকার

বিশ শতকের রঙ্গসাহিত্যে সতীশচন্দ্র ২০
ড. দেবপ্রসন্ন বিশ্বাস

বিশ শতকে রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রেম অন্বেষণ ৩১
তুহিনা ব্যানার্জী

ছোটগল্পকার প্রমথ চৌধুরী : গদ্যে নতুন খোঁজ ৪৫
রাজশ্রী বসু

গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫১
সহদেব মণ্ডল

গল্পকার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৪
ড. প্রবীরকুমার পাল

শরৎচন্দ্রের ছোটোগল্প ৬৩
স্বাগতা গুপ্ত

গল্পকার জগদীশ গুপ্ত : একলা পথের অভিযাত্রী ৬৯
দীপঙ্কর গাঙ্গুলী

বিভূতিভূষণের ছোটগল্প : অন্ত্যজ মানুষের জীবনচর্যা ৮৩
ড. দিলীপকুমার দিগার

তারাশঙ্করের গল্প : একটি মূল্যায়ণ ৯১
স্বপ্না দাস

গল্পকার মনীশ ঘটকের 'পটলডাঙার পাঁচালি' : একটি মূল্যায়ণ ১০৩
ড. দীপন দাস

হাস্যরসিক গল্পকার শিবরাম চক্রবর্তী ১২১
ড. দীনবন্ধু কুণ্ডু

বিষয় বৈচিত্রের অনন্যতায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোটগল্প ১৩১
কৃষ্ণ দাস

# হাস্যরসিক গল্পকার শিবরাম চক্রবর্তী

ড. দীনবন্ধু কুণ্ডু

প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে যে নয়টি স্থায়ী রসকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল হাস্য রস। 'হাস' নামক রতি থেকে এই হাস্যরসের সৃষ্টি। পৃথিবীর যেকোনো ভাষার সাহিত্যে হাস্যরস একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে বিবেচিত হয়। বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হাস্যরসকে তাঁদের রচনায় প্রয়োগ করেছেন। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও অন্যতম নিদর্শন চর্যাপদেও হাস্যরসের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। পরবর্তী আদিমধ্য ও অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ কাব্য মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্যেও হাস্যরসের ধারাটি সুন্দরভাবে প্রবাহিত। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি হাস্যরসের কারণেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যায়।

আধুনিক বাংলা ভাষায় হাস্যরসের ধারাটি বেশ সুসমৃদ্ধ। এই ধারার এক সুপ্রসিদ্ধ কথা সাহিত্যিক হলেন শিবরাম চক্রবর্তী (1903-1980 খ্রি.) তিনি তাঁর রচনায় নিজেকে শিব্রাম চকর্‌বরতি বা শিব্রাম চক্কোতি বলে পরিচয় দিয়েছেন। হাস্যরসের কারণেই তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সুপরিচিত। বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের কাছে তিনি অধিক জনপ্রিয়। সকল শ্রেণির পাঠকের কাছেও সমান আদরণীয়। নির্মল নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ হাস্যরসের প্রয়োগের কারণে তাঁর গল্পগুলি শিশু, কিশোর ও বড়দের কাছেও অধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে ও চরিত্রের নামকরণের মধ্যেই হাস্যরসের বীজ নিহিত রয়েছে।

শিবরাম চক্রবর্তীর জন্ম হয় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মাতুলালয়ে। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান মালদহের চাঁচল। শৈশবে বেশ কিছুদিন মালদহে কাটিয়েছেন। তারপরে চলে আসেন কলকাতায়। তারপর আমৃত্যু কলকাতাতেই কাটিয়েছেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন এবং কারাবাসও করেন। এই সময় তিনি 'যুগান্তর', 'বিজলি', ও অন্যান্য পত্রিকার সাংবাদিকতা করেছেন। খবরের কাগজ বিক্রি করেছেন এমনকি ফুটপাতে রাত্রিবাসও করেছেন। এককথায় ভবঘুরে জীবনযাপনেই তিনি অধিক অভ্যস্ত ছিলেন। সারাজীবন অবিবাহিত থেকেছেন। উত্তর কলকাতার মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেসবাড়িটি ছিল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মেসবাড়িতেই কাটিয়েছেন। বাড়ির লোকেদের কথা কোনোদিন বলতেন না। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হলেও তাঁর জীবনযাপনে অহংকার, আভিজাত্য ও অতিবিলাসিতার লক্ষণ প্রকাশিত হয়নি। শতযন্ত্রণা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তাঁকে কোনোদিন বিচলিত হতে